একাদশ অধ্যায়
পরিবহণ ও যোগাযোগ

[একটি উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল আধুনিক, নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপ-ট উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদ-নর উপকরণ ও উৎপাদিত প-ণ্যর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দ্রব্যমূ-ল্যর স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে যু-গাপ-যাগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠা-মা হি-স-ব সারা বি-শ্ব স্বীকৃত। ইতপূর্বে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যন্ত্রচালিত সারফেস ভূ-উপরিস্থ পরিবহণের মধ্যে সড়ক পরিবহণ টন-কিলোমিটারে শতকরা ৮০ ভাগের অধিক মালামাল এবং যাত্রী-কিলোমিটারে শতকরা ৮৮ ভাগের অধিক যাত্রী বহন করে। স্থির মূ-ল্য ২০১১-১২অর্থ বছ-র স্থূল -দশজ উৎপাদন-এ 'পরিবহণ ও যোগা-যাগ' খাত (স্থল- পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহণ; সহ-যাগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগা-যাগ উপ-খাত সমন্ব-য় গঠিত) -এর অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১০.৭৪ শতাংশ ও ৬.৬২ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থ বছ-র -দশজ উৎপাদন-এ এ খা-তর অবদান ১০.৮০ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭০ শতাংশ (বিবিএস সাময়িক হিসাব)। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গ-ড় তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগা-যাগ খা-ত বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়-নর উ-দ্যাগ গ্রহণ করা হ-য়-ছ। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ- বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে -র-লর ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলা-দশ রেলও-য়-ক বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস, সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আকাশ প-থ যোগা-যাগ অব্যাহত রাখার ল-ক্ষ্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নি-য় বাংলা-দশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হ-য়-ছ। সাবমেরিন কেবল-এর মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।]

আর্থ-সামাজিক উন্নয়-নর অনুকূলে যু-গাপ-যাগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয়। বাংলা-দশ পরিসংখ্যান ব্যু-রার সাময়িক হিসেবে স্থূল -দশজ উৎপা-দ ২০১২-১৩ অর্থ বছ-র 'পরিবহণ ও যোগা-যাগ' খাত (স্থল পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহন; সহ-যাগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগা-যাগ উপ-খাত সমন্ব-য় গঠিত)-এর অবদান ১০.৮০ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭০ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থ বছ-র পরিবহণ ও যোগা-যাগ খা-তর অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১০.৭৪ শতাংশ ও ৬.৬২ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা গ-ড় তু-ল পরিবহণ ও যোগাযোগ খা-তর উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ তাদের উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত -র-খ-ছ।

সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

দে-শর সার্বিক উন্নয়-ন পরিবহণ ও যোগা-যাগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠা-মা হি-স-ব কাজ কর-ছ। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের দিক থেকে রেল, জলপথ ও সড়ক পথ এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সড়ক পরিবহণ অন্যতম অবকাঠা-মা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্ত-রর তথ্যম-ত যন্ত্রচালিত ভূ-উপরিস্ পরিবহ-ণর ম-ধ্য সড়ক পরিবহণ টন-কি-লামিটার হি-স-ব শতকরা ৮০ ভাগের অধিক মালামাল এবং যাত্রী-কি-লামিটার হিসেবে শতকরা ৮৮ ভাগের অধিক যাত্রী বহন করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২১,৪৬২ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। -মাট সড়-কর মধ্যে ১৭.০০ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২০.০০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬৩.০০ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। তাছাড়াও সওজ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু, ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে ৬০টি ফেরি ঘাটে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৫৩টি ফেরি যান রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

অর্থবছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা রোড	মোট
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৩	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৪	৩৭২৩	৪৮৩২	১৩৮২৩	২২৩৭৮
২০০৫	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৬	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৪৬২

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশি-বিদেশি সম্পদে বাস্তবায়ন-যাগ্য ১৮২টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকাল্প ও ৫টি জাপানি ঋণ মওকুফ তহবিল সহায়তা প্রক-ল্পর

সমন্ব-য় মোট ১৬৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর-ছ। প্রকল্পসমূহের অনুকূ-ল মোট বরাদ্দ ২,৪৪০.৫১ কোটি টাকা। বরাদ্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন হচ্ছে ২,০৮০.৭২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের অঙ্ক ৩৫৯.৭৯ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থ বছরে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২০৩৬.১৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৪.৯ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের উল্লিখিত সময়ে আলোচ্য কাজে ব্যয় হয়েছিল বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৮৯.২৯ ভাগ।

অনুন্নয়ন খা-তর আওতায় ২০১২ সা-ল ১৪০ কি-লামিটার সড়ক পুনর্বাসন, ১ হাজার ১৫০ কি-লামিটার সড়-ক কা-র্পাটিং এবং ১ হাজার ১০০ কি-লামিটার সড়-ক সিলকো-টর কাজ করা হ-য়-ছ। এ ছাড়া একই খা-ত ৯টি সেতু ও ১১০ কালভার্ট পুনর্নিমা-ণর কাজ করা হ-য়-ছ। জনসাধার-ণর নিরাপদ সড়ক পারাপা-রর সুবিধা-র্থ এ বৎসর ২টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হ-য়-ছ এবং ৩টির কাজ চলমান র-য়-ছ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী অঞ্চলে উন্নত অবকাঠামোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোসহ পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি বাস্বায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্বায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্বায়ন করে থাকে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ৮৬,৭৫০ কি-লামিটার (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১১,৭৬,৪৪১ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও, ১,৬৮৪ টি গ্রোথ-সেন্টার, ১,৮৪৮ টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২১,৭৮০ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ২,৬০২ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ৪,৫২,০৩৯ হেক্টর জমিতে কমান্ড এরিয়া উন্নয়নসহ ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন (এফসিডিআই) নির্মাণ করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	জুন ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৫ -০৬	২০০৬ -০৭	২০০৭ -০৮	২০০৮ -০৯	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১৩ (ফেব্রু'১৩)	ফেব্রু'১৩পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৫৮০৬৭	৬৫৭৩	৪২		-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৫০৭১৪	৫৮৭২	৫০৮৬	৩৭৬৯	৩২৭৭	৪০২৩	৪৯০৫	৪৪৪৫	৮৬৭০৫
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৯২৫১৯১	৩৯৭২৮	৪০০৬৭	২৯৬০০	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	২৬৪১৫	১৩৭৭৫	১১৭৬৪৪১

উৎসঃ এলজিইডি

অধিদপ্তরের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৫ টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সর্বপোরি নগরবাসীর জন্য দৃষ্টিনন্দন উপযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্বায়নে অধিদপ্তর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া খিলগাঁও ফ্লাইওভার ব্যবহারে নগরবাসীর অধিকসুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে, যাত্রাবাড়ী প্রান্তে খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সৌদি ও ওপেক ফান্ড সহায়তায় ঢাকা শহরের মৌচাক-মগবাজার ইন্টারসেকশন হয়ে মহাখালী পর্যন্ত দীর্ঘতম ফ্লাইওভার নির্মাণের লক্ষ্যে "ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ (সমন্বিত মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার)" নির্মাণ শীর্ষক ৭৭২.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ফ্লাইওভারটি নির্মিত হলে ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে ।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

সড়ক পরিবহণ খাতের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কাজ ক-র আস-ছ। দেশের যান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, উপযুক্ত সনদ প্রদানসহ মোটর যান অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য রেগুলেটরি দায়িত্ব বিআরটিএ'র উপর ন্যস্ত। বিআরটিএ'র ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হ-য়-ছ ৬৪২কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৭১.৩৪ শতাংশ)। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে -ফব্রুয়ারি, ২০১৩পর্যন্ত প্রকৃত আদায় হ-য়-ছ ৪৬৯ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৪২.৬২ শতাংশ। ২০০৩-০৪ -থ-ক ২০১১-১২ পর্যন্ত বিআরটিএ-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় নিম্নের সারণি ১১.৩ এ দেখানো হ-লা ঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ-র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(-কাটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদা-য়র শতকরা হার (%)
২০০৩-০৪	২৪০	২৪৫	১০২.০২
২০০৪-০৫	২৬৭	২৫১	৯৪.০৯
২০০৫-০৬	৩২৬	৩৩৫	১০২.৭৬
২০০৬-০৭	৩৮২	৪০১	১০৪.৯৭
২০০৭-০৮	৪৪১	৪৯০	১১১.১১
২০০৮-০৯	৫৫০	৬৪৭	১১৭.৬৪
২০০৯-১০	৬৬০	৬৪২	৯৭.৩৪
২০১০-১১	৮৭০	৬৮৫	৭৮.৭৪
২০১১-১২	৯০০	৪৬৮	৭১.৩৪
২০১২-১৩*	১১০০	৪৬৯	৪২.৬২

উৎসঃ বিআরটিএ, * ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত

এ সেক্টরের শৃংখলা ও গতি আনয়নে বিআরটিএ ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

- National Road Safety Action Plan-এর আওতায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২,৫১,০০০ জন পেশাজীবী গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- Land Transport Policy প্রণয়ন;
- হাই-সিকিউরিটি ড্রাইভিং লাই-সন্স ও হাই-সিকিউরিটি রেজি-স্ট্রশন ও ফিট-নস সার্টিফি-কট চালু;

- পরি-বশ দূষণ -রাধক-ল্প ডি-জল চালিত বাস এর পরিব-র্ত পরি-বশবান্ধব সিএনজি চালিত বাস চলাচল উৎসাহিতকরণ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে সিএনজি থ্রি-হুইলার ও ট্যাক্সি ক্যাব এর ভাড়া পুনঃনির্ধারণপূর্বক মিটার সংযোজন বাধ্যতামূলককরণ;
- পরি-বশ রক্ষা-র্থ ক্ষতিকর পলিউশন ডি-টকটিভ মোবাইল ভেহিক্যাল-এর মাধ্য-ম কা-লা ধোঁয়া নির্গমণকারী যানবাহন চিহ্নিত ক-র আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রী ও পথচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য পেট্রোল পাম্প কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মোটরযান কর ও ফি খাতের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সহজ ও অধিকতর স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তন;
- বিআরটিএ'র রেকর্ডভুক্ত নয় এমন মোটরযানসমূহ সনাক্ত ও মোটরযান চুরি রোধকল্পে রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নম্বর প্লেট ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে জন-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার –প্রচারণা ও সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন।

সেতু বিভাগ

যোগা-যাগ মন্ত্রণাল-য়র অধী-ন সৃষ্ট সেতু বিভা-গর মূল কাজ হ-লা ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈ-র্ঘ্যর সেতু নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।নিম্নে সেতু বিভাগের আওতায় এ যাবৎ গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরন দেওয়া হ'লঃ

বঙ্গবন্ধু -সতু

১৯৯৮ সালে নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার সহজতর হ-য়-ছ। ফ-ল দেশের উত্তরাঞ্চলে কষি পণ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি ঐ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের অঙ্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০-০১ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের অঙ্ক সারণি ১১.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৪: বঙ্গবন্ধু সেতু হ-ত সংগৃহীত টো-লর বিবরণ

(-কাটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০০-০১	৭৮.০৯	৮১.১৫	১০৩.৯১
২০০১-০২	৮৪.৯৯	৯২.০০	১০৮.৩০
২০০২-০৩	৯৫.০৩	১০৭.০২	১১২.৬১
২০০৩-০৪	১০৬.২২	১২৯.৩০	১২১.৭৩
২০০৪-০৫	১১৭.৬০	১৫০.৪৩	১২৭.৯১
২০০৫-০৬	১৩১.১১	১৫৫.৭৪	১১৮.৭৮
২০০৬-০৭	১৪৬.১৯	১৭১.৫০	১১৭.৩১

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৭-০৮	১৬৩.০৩	১৯৯.৫৫	১২২.৪০
২০০৮-০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৫	১১৭.০০
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩*	৩৩৫.৪০	২৪৩.৫০	৭২.৬০

উৎসঃ বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ * জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত.।

পদ্মা সেতু

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে সাফ-ল্যর পর সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।এর জন্য ব্যয় হবে ২০ হাজার ৫০৭ কোটি ২০লক্ষ টাকা এরই অংশ হিসেবে মূল সেতু, নদী শাসন, সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক এবং ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস-এর বিস্তারিত ডিজাইন চড়ান্ত করা হয়েছে।প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে মাটি ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে।তাছাড়া মাওয়া ও জাজিরা পাড়ের সার্ভিস এরিয়া এবং মাওয়া পাড়ের কনস্ট্রাকশনের ইয়ার্ডের মাটি ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করে ২০১৩ সালের মধ্যেই পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুরসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। -সতুটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি এ সেতু উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনসহ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়-ন বি-শষ ভূমিকা রাখ-ব। মাওয়া-জাজিরা অবস্থা-ন প্রস্তাবিত এ সেতু এশিয়ান হাইও-য় (AH-1)-তে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্ত-নর সু-যাগ সৃষ্টি হ-ব।

দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু

পাটুরিয়া--গায়ালন্দ অবস্থা-ন প্রায় ৬.১০ কি.মি. দীর্ঘ দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মা-ণর প্রাথমিক পদ-ক্ষপ গ্রহণ করা হ-য়-ছ। এ সেতু নির্মিত হ-ল দে-শর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাতায়াত ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হ-ব ব-ল আশা করা হ-চ্ছ।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা শহ-র যানজট নিরস-ন সরকার হযরত শাহ জালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হ-ত আশুলিয়া সড়কের পাশ দিয়ে চন্দ্রা পর্যন্ত ৩,২১৬.৮৭ কোটি টাকা ব্য-য় প্রায় ৩৮কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মা-ণর পদ-ক্ষপ গ্রহণ ক-র-ছ ।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

বৃহত্তর ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড' এর স্থ-ল 'ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ' (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হ-য়-ছ। বর্তমা-ন এ কর্তৃপ-ক্ষর আওতাভুক্ত এলাকা হল ৭ হাজার ৪০০ বগ কিলোমিটার যা পূর্বে ছিল ১ হাজার ৫২৮ বর্গ

কি-লামিটার। *Strategic Transport Plan (STP)* এর আওতায় বৃহত্তর ঢাকায় গৃহীত সকল পরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ ডিটিসিএ সমন্বয় কর-ছ।

পরিবহণ ব্যবস্থার ডিজিটাইজকরণ (Digitization in Transport System)

বর্তমান সরকার সকল ক্ষেত্রে ডিজিটা*ইজ সিস্টেম* প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে বাস সার্ভিসে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট কাড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, মোটরযা-নর রে-ট্রা-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফি-কশন (আরএফআইনি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজি-স্ট্রশন সার্টিফিকেট কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৩ (Bus Rapid Transit-BRT Line-3)

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৩ বাস্তবায়-নর ল-ক্ষ্য হযরত শাহজালাল (রাঃ) বিমানবন্দর থে-ক মহাখালী মগবাজার টু রমনা গুলিস্তান নয়াবাজার ঝিলমিল পর্যন্ত রু-টর সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হ-য়-ছ। এর দৈর্ঘ্য হ-ব প্রায় ২২ কি-লামিটার এবং প্রস্তাবিত স্টেশ-নর সংখ্যা হ-ব ১৬টি। প্রক-ল্পর বিস্তারিত নকশা (Detail Engineering Design) এর EoI মূল্যায়ন সমাপ্ত হ-য়-ছ। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিঘন্টায় ১৫ হাজার যাত্রী পরিবহণ সম্ভব হবে। ১৯৩৯ সালে প্রণীত এবং ১৯৮৩ সালে সংশোধিত মোটরযান অধ্যা-দশ-এর পরিব-র্ত আধুনিক ও যু-গাপ-যাগী Road Transport and Traffic Act-2012 এর খসড়া চূড়ান্ত করা হ-য়-ছ।

মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬ (Mass Rapid Transit Line-6-MRT Line-6)

ঢাকা শহ-র মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন (MRT বা Metro Rail) নির্মা-ণর ল-ক্ষ্য Dhaka Mass Rapid Transit Development শীর্ষক একটি প্রকল্প এক-নক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সর্বমোট ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা MRT Line-6 এর দৈর্ঘ্য হ-ব প্রায় ২০.১ কি-লামিটার এবং স্টেশ-নর সংখ্যা ১৬টি। এটি হ-ব বাংলা-দ-শর ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থা। এ MRT প্রতি ঘন্টায় আনুমানিক ৩৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। এতে ঢাকা শহরের যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত ও আধুনিক হবে, যানজট অনেকাংশে হ্রাস পা-ব এবং পরিবে-শর ব্যাপক উন্নতি হ-ব। শতভাগ সরকারী মালিকানাধীন একটি কোম্পানী মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬ (MRT Line-6) পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। শীঘ্রই ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশে একটি সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৬১ সালে এক অধ্যাদেশ বলে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভা-ব উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদা-নর ল-ক্ষ্য দে-শ সাশ্রয়ী মূ-ল্য দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকর-ণ এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিআরটিসির উ-ল্লখ-যাগ্য অন্যান্য কার্যক্রমগুলো হলো ঃ

- দে-শ স্বল্প মূ-ল্য দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;
- বেসরকারি সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা বিকা-শ সহায়তা প্রদান;
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার ম-ধ্য থে-ক গাড়ি পরিচালনা ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং
- সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখার ল-ক্ষ্য স্ট্রা-টজিক ইন্টার-ভনশনাল ভূমিকা পালন করা;
- বাসের ইলেক্ট্রোনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু; প্রভৃতি।

সারণি ১১.৫-এ ২০০১-০২ হ-ত জানুয়ারি'১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশ**নের** রাজস্ব আয়-ব্য-য়র বিবরণ দেয়া হ-লাঃ

সারণি ১১.৫ঃ বিআরটিসি'র রাজস্ব আয় ব্যয়

(-কাটি টাকা)

অর্থ বছর	আয়	অপারেটিং ব্যয়	অপারেটিং সারপ্লাস
২০০১-০২	৪৭.৪৩	৩৫.০৯	১২.৩৪
২০০২-০৩	৬৪.২৫	৪৮.০১	১৬.২৪
২০০৩-০৪	৭০.৭১	৫৮.৩৭	১২.৩৩
২০০৪-০৫	৭৫.৪৫	৬২.২৮	১৩.১৭
২০০৫-০৬	৮৮.৩২	৭৮.৫৮	৯.৭৩
২০০৬-০৭	৯২.৫২	৮৫.৯৬	৬.৫৬
২০০৭-০৮	১০৫.২৭	৯৫.৮৮	৯.৩৯
২০০৮-০৯	১০৬.২৬	৯৭.৮৫	৮.৪১
২০০৯-১০	১০৬.৯৬	৯৩.৮৮	১৩.০৮
২০১০-১১	১২১.৩৫	১১২.৮৯	৮.৪৫
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩*	১১৮.৯৫	১১৯.১৯	০.২৪

উৎসঃ বিআরটিসি *জানুয়ারি'১৩

বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন হ-ত আর্থিক দিক থে-ক লোকসানি এ প্রতিষ্ঠা-ন ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে গতিশীলতা, দক্ষতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিআরটিসি কর্তৃক এনডিএফ ঋণে ২৭৫টি, চাইনিজ এবং কোরিয়ান ইডিসিএফ ঋণে ২৫৫টি সিএনজি একতলা বাস ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করেছে। ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন (আইডিসিএল) এর আওতায় ২৯০টি দ্বিতল বাস, ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস এবং ৮৮টি একতলা এসি বাস সংগ্রহের বিষয়ে সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯০টি দ্বিতল বাস এর সরবরাহ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং বিআরটিসি'র যানবহরে অন্যান্য গাড়ীর সঙ্গে উক্ত বাসগুলোও সন্তোষজনকভাবে যাত্রী সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাসের মধ্য হতে ২৫টি আর্টিকুলেটেড বাস বিআরটিসি বাস বহরে যুক্ত হয়েছে অবশিষ্ট ২৫টি আর্টিকুলেটেড বাস ও আরও ৮৮টি এসি বাস জুন,২০১৩ নাগাদ বিআরটিসি বাস বহরে যুক্ত হবে।আইডিসিএল উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুনভাবে আরো ৩১০টি দ্বিতল বাস ও ১১২টি এসি বাস একই প্রকল্পের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বিআরটিসি'র সার্ভিস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জুলাই,২০০৯ মাস থেকে ১৮টি টিকিট কাউন্টারের মোট ০৪টি রুটে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং ই-টিকেটিং সিস্টেম এর আওতায় ৯২টি বাস চলমান রয়েছে। অতি সম্প্রতি ঢাকাস্থ সকল ডিপোর বাসসমূহ ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। জাইকা প্রকল্পের আওতায়_যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে টিকেট প্রক্রিয়া সহজিকরন ও ডিজিটাইজ করা, সিস্টেম লস কমানো, অন লাইন পেমেন্ট এবং সহজে অন লাইন রিপোর্ট মনিটরিংকরার জন্য বিআরটিসি আইসিটির আওতায় ঢাকা মহানগরীর মিরপুর-মতিঝিল এবং আব্দুলাহপুর-মতিঝিল রুটে সিটি বাস সার্ভিসের ৯২টি বাসে আইসিটি রিডার ডিভাইসসহ স্মার্ট কার্ড সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

রেল যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে একটি পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ২,৮৭৭ কিলোমিটার (ব্রড গেজ-৬৫৯ কিঃমিঃ, ডুয়েল গেজ-৩৭৫ কিমি এবং মিটার গেজ-১,৮৪৩ কিমি)। বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর জামতৈল হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত নির্মিত ডুয়েল গেজ রেল ট্র্যাক পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ৪৪ টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৩২৯৫ কোটি টাকা। ২০০১-০২ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের সারণি ১১.৬ এ তুলে ধরা হ-লাঃ

সারণি ১১.৬: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থবছর	যাত্রী পরিবহণ কিমি হিসা-ব (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিমি হিসা-ব (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০১-০২	৩৯৭১.৮৪	৯৫১.৮২	৪৯০.১০	৫৩৫.৪৮
২০০২-০৩	৪০২৪.২০	৯৫১.৯৮	৫২২.৭১	৫৮৬.৭১
২০০৩-০৪	৪৩৪১.৪৭	৮৯৫.৫০	৪৯৭.৫৭	৬৩৯.৪০
২০০৪-০৫	৪১৬৪.১৩	৮১৬.৮১	৫৪৪.৯৪	৬৯৫.০৮
২০০৫-০৬	৪৩৮৭.৪৪	৮২০.৪৮	৫৫১.২৮	৯৬০.১৭
২০০৬-০৭	৪৫৮৬.০৩	৭৭৫.৫৭	৫৫৫.২৪	৯৩৩.১২
২০০৭-০৮	৫৬০৯.২৪	৮৬৯.৫০	৬৭৪.২৫	১০৮৮.৫৪
২০০৮-০৯	৬৮০০.৭৩	৮০০.১৫	৭৩৭.৯২	১১৭২.৭৪
২০০৯-১০	৭৩০৫.০০	৭১০.০০	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৭৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪৬	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩*	৮৮৪০.৫৫	৭২১.৭৪	৯০৭.৪৬	১৬৬৩.৫৬

উৎসঃ বাংলা-দশ রেলও-য়, যোগা-যাগ মন্ত্রণালয় *প্রাক্কলিত

বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে সফল করা এবং -পশাগত দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন অর্পণ ও এর পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ-য়-ছ। এ প্রেক্ষি-ত এডিবি'র সহায়তায় অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রেলও-য়র বিভিন্ন কর্মকা-ন্ড বেসরকারিখাত-ক সম্পৃক্তকরণের বিশেষ কার্যক্রমসহ নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ও নিয়মিত অবসর গ্রহ-ণর মাধ্য-ম কর্মচারী সংখ্যা ৫৮,০০০ হ-ত ২৭,৯৭১ তে হ্রাস;
- অলাভজনক শাখা লাইন, স্টেশন, ওয়ার্কসপ, সেড ইত্যাদি এবং অলাভজনক যাত্রিবাহী গাড়ি বন্ধ করা;
- পাবলিক সার্ভিস অবলি-গশন (পিএসও) চালু করা;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ট্যারিফ নির্ধারণ এবং
- রেলওয়ের কার্যক্রমে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণ।

রেলও-য় খা-তর সার্বিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধ-নর জন্য এডিবি'র সহায়তায় ২২৮৮ কোটি টাকা ব্য-য় "বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ এ সমাপ্ত হবে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোর ম-ধ্য র-য়-ছ ঃ (ক) সিগন্যালিংসহ টংগী-ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ এবং (খ) বাংলা-দশ রেলও-য়র সংস্কার। ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে যুগোপযোগীকরণ এবং আধুনিকায়ন এ সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমকে ৬টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মডিউলে বিন্যস্ত করে সমন্বিতভাবে এ মডিউলগুলো অনুসর-ণর মাধ্য-ম বাংলা-দশ রেলও-য়কে অধিকতর গতিশীল করার উ-দ্যাগ গ্রহণ করা হ-য়-ছ। এ প্রকল্প বাস্তবায়-নর মাধ্য-ম বাংলা-দশ রেলও-য়-ক গ্রাহকমুখী ব্যবসা প্রতিষ্ঠা-ন পরিণত করা; লাইনস অব বিজ-ন-স পুনর্গঠনকরণ; সম্পদ রেজিষ্টার প্রস্তুতসহ আর্থিক, প্রশাসনিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ প্রভৃতি উ-দ্যাগ গ্রহণ করা হ-য-ছ। তাছাড়া, বাংলা-দশ রেলও-য়র সংস্কা-র প্র-য়াজনীয় আইনি সহায়তা প্রদা-নরও উ-দ্যাগ এ প্রক-ল্প গ্রহণ করা হ-য়-ছ। আশা করা হ-চ্ছ এ প্রকল্প বাস্তবায়-নর মাধ্য-ম বাংলা-দশ রেলও-য় একটি সরকারি মালিকানাধীন কার্যকর ক-র্পা-রট সংস্থায় পরিণত হ-ব ।

-নৌ-যোগা-যাগ

নৌ-পথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। অভ্যন্রীণ নৌ-রুটগুলোর ড্রেজিংয়ের এক বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের ভৌগলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের

কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন ও মায়ানমারসহ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তৃতীয় সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌ-পরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদ-নর ল-ক্ষ্য নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণাল-য়র আওতাধীন নয়টি সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলো ঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্রীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিত্র), বাংলাদেশ অভ্যন্রীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিটিসি), বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি), মেরিন একাডেমী এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সিটিটিউট। এ সংস্থাগুলোর মধ্যে কতিপয় সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বিশ্বের আধুনিক বন্দরসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি আধুনিক বন্দর হিসাবে গড়ে তোলা চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ঐ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধির হার গড়ে ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে।

বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা আন্র্জাতিক মান অনুযায়ী বন্দর কর্মকান্ডের দক্ষতা পরিমাপের একটি সূচক। ২০০৭ সালে এ বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থানকাল যেখানে ছিল ৫.০২ দিন, ২০১১ সালে তা ৩.২১ দিনে নেমে আসে এবং তা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে এ বন্দরে কন্টেইনারের গড় অবস্থানকাল ২০০৭ সালে যেখানে ছিল প্রায় ২৩ দিন, ২০১১ সালে এ অবস্থানকাল প্রায় ১৬ দিনে হ্রাস পায়। নিম্নের সারণি ১১.৭ এ ২০০০-০১ অর্থ বছর থে-ক ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৭: চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০০-০১	৪৭৭.০১	৩০২.২৯	১৭৪.৭২
২০০১-০২	৫৩১.৩৭	৩৫১.০১	১৮০.৩৬
২০০২-০৩	৫৩০.৬৬	৩৭৩.৭৫	১৫৬.৯১
২০০৩-০৪	৫৫৭.৩৬	৩২৫.৬০	২৩১.৭৫
২০০৪-০৫	৬৪৯.৭৮	৩১৯.৬৫	৩৩০.১৩
২০০৫-০৬	৭৪১.১৩	৩৭৬.১১	৩৬৫.০২
২০০৬-০৭	৮৩০.০২	৪৫১.২৬	৩৭৮.৭৬
২০০৭-০৮	১০৫৭.০৪	৪৪৭.১৬	৬০৯.৮৮
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫০৮.৯৩	৬৬৪.৬৫	৮৪৪.২৮

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১২-১৩*	১০৩৬.০৮	৫২৪.০০	৫১২.০৮

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ *ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা বন্দরের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। এ বন্দরে ৩৫,৭৫২ বর্গ মিটার এলাকায় বিস্তৃত ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ডে এক উচ্চতায় ২,১৮০ টিইউজ (TEUs) কন্টেইনার সংরক্ষণ এবং ৪টি ট্রানজিট শেড ও ২টি ওয়ারহাউজে ৩৩,২৫৮ মেট্রিক টন কার্গো গুদামজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। বিদ্যমান সুবিধায় মংলা বন্দর দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং নেপাল ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ বন্দর দিয়ে মোট ২১.৩৫ লক্ষ মেট্রিকটন পণ্য, ২৭,৬৫৬ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে এবং ৭৫.৫২ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। সারণি ১১.৮: এ ২০০০-০১ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হ'ল।

সারণি ১১.৮: মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(-কাটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/ লোকসান
২০০০-০১	৭৫.৮৬	৫৫.০৪	২০.৮২
২০০১-০২	৭০.৫৯	৫২.৭৫	১৭.৮৪
২০০২-০৩	৫৫.৮৯	৬১.৪০	-৫.৫১
২০০৩-০৪	৫১.৯৮	৫৭.৭৯	-৫.৮১
২০০৪-০৫	৪৫.৪৮	৫৭.১০	-১১.৬২
২০০৫-০৬	৪৭.২৫	৫৬.৬৪	-৯,৩৯
২০০৬-০৭	৪৯.৩৪	৫৫.৫৩	৬.১৯
২০০৭-০৮	৪৭.৭০	৪৭.৬৫	০.০৫
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪৩	২.৯৭
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮২.৯০	৭১.১১	১১.৭৯
২০১১-১২	১০৪.৭৯	৭২.২৪	১৮.৫৩
২০১২-১৩*	৭৫.৫২	৫৬.৯৯	১৮.৫৩

উৎসঃ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি ২০১৩

মংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য মোট ৪৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পগুলির জন্য ১২৯.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এ বন্দর আরও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজের সংখ্যা বিক্রির পর এ সংস্থার অধীনে জাহাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩টিতে (১০টি সাধারণ পণ্যবাহী, ১টি কন্টেইনারবাহী ও ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার)। বিএসসি তাদের জাহাজের এ বহরের সাহায্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মাত্র ৬-৭ শতাংশ পরিবহন করতে সক্ষম। তবে মোট আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের অধিকাংশ নিজস্ব জাহাজে বহন করা বিএসসির মূল লক্ষ্য। ২০০০-০১ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ১২ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলো ঃ

সারণি ১১.৯: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয় (অবচয় ও সুদ)	নীট মুনাফা (লোকসান)	অবচয় ও সুদ	অবচয় ও সুদ বাদে লাভ/ (লোকসান)
২০০০-০১	২১২.৫৯	২২৫.৪৯	(১২.৯০)	২৪.৭২	১১.৮২
২০০১-০২	২০০.৩৩	২০০.২১	০.১২	২০.০৫	২০.১৭
২০০২-০৩	২০৮.২০	২০৭.৬৪	০.৫৬	২১.১২	২১.৬৮
২০০৩-০৪	২৫৭.৪৯	২৪২.২৪	১৫.২৫	১৫.১২	৩০.৩৭
২০০৪-০৫	৩১৫.৬৯	২৮২.৪৪	৩৩.২৫	১৫.৩০	৪৮.৫৫
২০০৫-০৬	৩২৪.০৭	২৯৩.২০	৩০.৮৭	১৬.৩৮	৪৭.২৫
২০০৬-০৭	২৯৪.৪১	২৭৮.৪৫	১৫.৯৬	১৫.৯৮	৩১.৯৪
২০০৭-০৮	৪১৬.২৯	২৬৯.৬১	৪৬.৬৮	১৬.৭৩	৬৩.৪১
২০০৮-০৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	(১০.২৬)	১৮.৯৯	৮.৭৩
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪	১৭.১৬	৩০.৫০
২০১০-১১	২৭৬.১৫	২৭৪.২৬	১.৮৯	১৪.৫৫	১৬.৪৪
২০১১-১২	২৮২.০১১০১	২৮০.৫৫	১.৪৬	১৩.২৪	১৪.৭০
২০১২-১৩*	১২০.৩৫	১৩৭.৬১	(১৭.২৬)	৪.৩৮	১২.৮৮

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, * ডি-সম্বর ১২ পর্যন্ত। বন্ধনির সংখ্যসমূহ লোকসান নি-র্দশ ক-র।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন সরকারি মালিকানাধীন বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা। ফেরি সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য বিআইডব্লিউটিসি র অধীনে বর্তমানে ১৮৮ টি জলযান র-য়-ছ।

সম্প্রতি বিআইডব্লিউটিসি প্রায় ৮২.০৩ কোটি টাকায় ৫টি নতুন ফেরি, ৫টি পন্টুন, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি ওয়াটার বাস এবং ২টি ঘাট পন্টুনসহ সর্বমোট ১৮টি নতুন জলযান নির্মাণ করে বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে। জলযানগুলো ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নির্মিত ৫টি ফেরি ও ৫টি পন্টুন পাটুরিয়া ও মাওয়া সেক্টরসহ অন্যান্য ফেরী ঘাটে ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত রয়েছে। ৪টি সি-ট্রাকের সংযোজনও বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে উপকূলবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ৬টি রো রো পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসির জলযান বহরে নতুন জলযানের সংযোজন, পুনর্বাসন এবং আধুনিকায়নের ফলে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১১.১০ এ কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১০ : বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ (+) লোকসান(-)	সুদ ও অবচয়	নীট লাভ/ নীট লোকসান

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ (+) লোকসান(-)	সুদ ও অবচয়	নীট লাভ/ নীট লোকসান
২০০০-০১	৮৮.৭২	৬৯.৬০	১৯.১২	১৬.১৮	২.৯৪
২০০১-০২	৯৯.৭৩	৭২.০৩	২৭.৭০	১৭.১৮	১০.৫২
২০০২-০৩	১০৯.৬১	৬৯.৯৯	৩৯.৬২	২১.০৪	১৮.৫৮
২০০৩-০৪	১১৮.১৬	৭০.৫৪	৪৭.৬২	২২.২৭	২৫.৩৫
২০০৪-০৫	১২১.৬১	৭৩.২০	৪৮.৪১	২১.৯১	২৬.৫০
২০০৫-০৬	১৩৪.০৫	৮৫.৫৭	৪৮.৩২	২১.১৪	২৭.১৮
২০০৬-০৭	১৪৭.৫৪	৯৯.১০	৪৮.৪৪	২০.১০	২৮.৩৪
২০০৭-০৮	১৬০.৮৬	১১৩.০৫	৪৭.৮১	১৯.৩১	২৮.৫০
২০০৮-০৯	১৭১.৭১	১৩৫.৯১	৩৫.৮০	১৭.৯৪	১৭.৮৬
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	৫০.০২	১৮.২৯	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৮	১৫৩.৮০	৫৮.১৭	২১.১০	৩২.০৭
২০১১-১২	২২৫.৯৯	১৮১.৩০	৪৪.৬৮	২০.৪৩	১৯.২৫
২০১২-১৩*	১৩১.৭৫	৯৮.১৬	৩৩.৫৯	১০.৮৯	২১.৬৯

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, * ডি-সম্বর ২০১২

বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হি-স-ব বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ-চ্ছ অবলুপ্ত নৌ-পথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্রীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি।

২০১১-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে মোট ১০টি প্রকল্প অন্র্ভুক্ত আছে। এসব প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৪৯৬.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অপরদিকে, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে একটি প্রকল্প (এডিপি-বহির্ভূত) বাস্বায়নাধীন রয়েছে। এ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ব্যয় হয়েছে মোট ১০১.৫৩ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছ-র বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয় ২৭৬.২৬ কোটি টাকা। বিআইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ এ দেয়া হলো।

সারণি ১১.১১ : বিআইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০০৩-০৪	৭৯.৭৭	১০৬.১৭	২৬.৪১
২০০৪-০৫	৯২.৫৬	১১১.৫৮	১৯.০১
২০০৫-০৬	১১৭.১৫	১৩৪.৪৬	১৭.৩১
২০০৬-০৭	১২২.০৯	১৪২.৭২	২০.৬৩

২০০৭-০৮	১২০.২৯	১৩৭.৯৩	১৭.৬৩
২০০৮-০৯	১৬০.২২	১৬০.৫৩	-০.৩১
২০০৯-১০	১৭৫.৩৩	১৮২.৮৬	-৭.৫২
২০১০-১১	২২৮.০০	২২৯.৫৭	-১.৫৭
২০১১-১২*	২৮৯.১৩	২৭৪.৬৯	১৪.৪০

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ,

বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্রীণ নৌ-পথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন-এর পরিমাণ সারণি-১১.১২ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি-১১.১২ বাংলা-দশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	মোট	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন
১৯৯৯-০০	৩১.১৯	২৯.৩৫	১.৮৪
২০০০-০১	২৬.১৫	৩.৬৮	২২.৪৭
২০০১-০২	২৯.১৫	৭.৬২	২১.৫৩
২০০২-০৩	৩০.৫৩	৯.৫৪	২০.৯৯
২০০৩-০৪	৩২.১৮	১৩.৭১	১৮.৪৭
২০০৪-০৫	৩৪.৭২	১৫.৮৭	১৮.৮৫
২০০৫-০৬	৬৪.৭৯	৫০.৫৯	১৪.২০
২০০৬-০৭	৩৬.৭০	১৬.২৮	২০.৪২
২০০৭-০৮	৩১.২৫	১৭.১৮	১৪.০৭
২০০৮-০৯	৩২.৪৬	৯.১১	২৩.৩৫
২০০৯-১০	৩৯.৯৬	৫.০০	৩৪.৯৬
২০১০-১১	৬৫.৭০	২৫.৫৪	৪০.১৬
২০১১-১২	৬৮.১০	২৪.৪৮	৪৩.৬২
২০১২-১৩*	৫৯.৯০	২০.৯১	৩৮.৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি' ২০১৩ পর্যন্

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নততর করা স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা, বিলোনিয়া, নাকুগাঁও, রামগড়, গোবরাকুড়া ও কড়ইতলী মোট ১৭টি শুল্ক স্টেশনকে স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ করা হয়েছে। এর মধ্যে সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থল বন্দর ৪টি BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং বাংলাবান্ধা ও বিরল স্থল বন্দরের জন্য পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে।

ওয়্যারহাউজ, ওপেন স্টেক ইয়ার্ড, রপ্তানি ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ; ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্বায়নের মাধ্যমে বেনাপোল স্থল বন্দর এবং ভোমরা স্থল বন্দরসমূহের উন্নয়ন ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাক্রমে ৫১.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "বেনাপোল স্থল বন্দর আধুনিকীকরণ (১ম পর্যায়)" এবং ১৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "ভোমরা স্থল বন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্ বায়ন করা হ-চ্ছ। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়-নর ফ-ল বেনাপোল স্থল বন্দরের ধারণ ক্ষমতা ৩০,০০০ মেট্রিক টন হতে ৩৬,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে এবং ভোমরা স্থল বন্দরে ৫,৪০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সৃষ্টি হবে। কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের স্বার্থে বেনাপোল স্থল বন্দরকে অটোমেশনের আওতায় আনার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

সারণি ১১.১৩ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০১-০২	৫.২২	২.৭৫	২.৪৮
২০০২-০৩	৯.৮২	৭.৯০	১.৯৩
২০০৩-০৪	১০.৫২	১২.১৮	(১.৬৬)
২০০৪-০৫	১৮.৫৯	১৬.০০	২.৫৯
২০০৫-০৬	৩৪.৯৬	১৮.৪৭	১৬..৪৯
২০০৬-০৭	২০.২৮	১৩.৫৫	৬.৭৩
২০০৭-০৮	২২.৬৬	২২.৭৩	(০.০৬)
২০০৮-০৯	২৬.৭৪	২৪.৯৬	১.৭৮
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২২
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৬৩	৮.৫৭
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩*	২৪.৪০	১৫.৯১	৮.৪৯

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ *ফেব্রুয়ারি '১৩ পর্যন্ত

সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণাল-য়র আওতাধীন সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর একটি সরকারি রেগুলেটরি সংস্থা। এ সংস্থা প্রধানতঃ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় মৎস্য শিকারী, বিদেশগামী এবং বন্দরে আগমনকারী বিদেশি জাহাজের দর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশি জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সংস্থার কার্যক্রম নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্র্জাতিক কনভেনশন অনুসরণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। নৌ-যান পরিচালনায় উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান করে এ অধিদপ্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আন্র্জাতিক নৌ-পথে চলাচলকারী সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অরগানাইজেশন (আইএমও)-এর হোয়াইট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশি অফিসার ও নাবিকদের নৌ-যানে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্র্জাতিক নৌ-পথে বাংলাদেশি জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের জন্য "লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং(এলআরআইটি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশি নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে "সী ফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল" আইডি কার্ড প্রদান চালু করা হয়েছে যা বাংলাদেশি নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সহজতর করেছে।

নৌ যানসমূহের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, জাহাজি অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, পরীক্ষা ফি, বাতিঘর ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি অধিদপ্তরের আয়ের মূল উৎস। ২০১১-১২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ১৩.২৬কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি' ১৩ পর্যন্ত আয় হয়েছে ৮.৩৮ কোটি টাকা।

সারণি ১১.১৪ঃ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০১-০২	৩.৩৬	৬.৪৬	২.৫২
২০০২-০৩	৭.৩০	৬.৮৫	২.৮১
২০০৩-০৪	৮.২৩	৭.৫৩	২.৮৬
২০০৪-০৫	৯.৮২	৮.৩৭	২.৬৫
২০০৫-০৬	৯.৪০	৭.৩৫	৩.৭৩
২০০৬-০৭	৮.৪৫	৭.৪০	৩.৭১
২০০৭-০৮	৮.১৫	৮.০৩	৩.৬৬
২০০৮-০৯	৮.১৫	৯.৫৭	৫.৮২
২০০৯-১০	৯.১৪	১১.৬৬	৪.৬৮
২০১০-১১	১১.৫৭	১২.৫৪	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৪৭	১৩.২৬	৫.৫৭
২০১২-১৩*	৮.৮০	৮.৩৮	২.৬০

উৎসঃ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর * ফেব্রুয়ারি'১৩

বিমান যোগা-যাগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বাংলা-দশ ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভি-য়শন অর্গানাই-জশন (ICAO) এর সদস্য রাষ্ট্র । -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমা-নর যাতায়া-তর জন্য বিমান চলাচ-লর অবকাঠা-মা স্থাপন ও উন্নয়-নর দায়িত্ব পালন কর-ছ। বাংলা-দ-শর আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি বি-দশি বিমা-নর সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমান বন্দর, এয়ারট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণা-বক্ষণ এবং পরিচালনা ক-র থা-ক। -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমা-ন দে-শ ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর পরিচালনা কর-ছ, এছাড়াও ২টি স্টল পোর্ট র-য়-ছ।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতায় ১২টি বিমান বন্দর ও স্টল পোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৭টি বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সংস্থার ২০০০-০১ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত আয়, ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ সারণি ১১.১৫ এ দেখা যেতে পারে ঃ

সারণি ১১.১৫: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০০-০১	২০৭.৯৪	১০৩.৮৮	১০৪.০৬

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০১-০২	১৯৭.৬৮	১০৮.৭৫	৮৮.৯৩
২০০২-০৩	২০১.০৪	১০৯.৯০	৯১.১৪
২০০৩-০৪	২১২.১৮	১৩৩.৩৬	৭৮.৮২
২০০৪-০৫	২১৮.৫৭	১৪১.২৬	৭৭.৩১
২০০৫-০৬	৩১৬.৬৭	১৭৯.১৮	১৩৭.৪৯
২০০৬-০৭	২৮৭.১৫	১৯৭.৪০	৮৯.৭৫
২০০৭-০৮	৩০১.৫০	২০৭.৫৪	৯৩.৯৭
২০০৮-০৯	৪১২.৪৯	২০৩.৬১	২০৮.৮৮
২০০৯-১০	৫৫১.১৫	২৫৮.২০	২৯২.৯৫
২০১০-১১	৫৯৫.১৯	৩১৫.৭৮	২৭৯.৪১
২০১১-১২	৭৩১.৮৭	৩৩৭.৪৩	৩৯৪.৪৪
২০১২-১৩*	৫২৪.০০	২০৮.৬১	৩১৫.৩৫

উৎসঃ -বসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি'১৩পর্যন্ত

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা কর্তৃক আ-রাপিত Significant Safety Concern প্রত্যাহা-র সরকার সফল হ-য়-ছ। ফ-ল বাংলা-দশি নতুন এয়ারলাইন্স নির্বি-ঘ্ন দে-শর বাই-র যে কোন গন্ত-ব্য চলাচল কর-ত পার-ব। আন্তর্জাতিক রু-ট চলাচ-লর জন্য বাংলা-দশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ রি-জন্ট এয়ারও-য়জ-ক গত বৎসর Air Operator Certificate প্রদান ক-র এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রু-ট ফ্লাইট পরিচালনার জন্য নো-ভা-এয়ার-ক অনাপত্তি সনদ প্রদান করে।

বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স লিমি-টড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স দে-শর অভ্যন্ত-র ও বহিবি-শ্বর সা-থ আকাশ প-থ যোগা-যাগ স্থাপ-নর মাধ্য-ম পরিবহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আকাশ প-থ যোগা-যাগ অব্যাহত রাখার ল-ক্ষ্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নি-য় বাংলা-দশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ এবং এর মূল নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছে। বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স লিমি-টড বর্তমা-ন অভ্যন্তরীণ ২টি এবং আন্তর্জাতিক ১৫টি গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ। আন্তর্জাতিক গন্ত-ব্যর ম-ধ্য বিমান সার্কভুক্ত দে-শ ২টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৩টি, মধ্যপ্রা-চ্য ৮টি এবং ইউ-রা-প ২টি গন্ত-ব্য সার্ভিস পরিচালনা কর-ছ। সারণি ১১.১৬ -ত ২০০০-০১ হ-ত ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলা-দশ বিমা-নর রাজস্ব আয়-ব্য-য়র বিবরণ দেয়া হ-লাঃ

সারণি ১১.১৬: বিমা-নর রাজস্ব আয়-ব্য-য়র বিবরণ

(-কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা(+)/ লোকসান(-)
২০০০-০১	১৭৩৫.৫০	১৮২৮.৫৬	-৯৩.০৬
২০০১-০২	১৮৫৮.৮৩	১৯৩২.৫৫	-৭৩.৭৩
২০০২-০৩	১৯১৮.৬০	১৯৬২.৮৯	-৪৪.২৮
২০০৩-০৪	২২১৩.৬৩	২১৭৯.৪৬	৩৪.১৭

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা(+)/ লোকসান(-)
২০০৪-০৫	২৪৫৩.৭৯	২৬৪৫.৪৫	-১৯১.৬১
২০০৫-০৬	২৬৫৩.৭৩	৩১০৮.৪৪	-৪৫৪.৭১
২০০৬-০৭	২৪৬৩.৬৭	২৭৩৫.৮৪	-২৭২.১০
২০০৭-০৮	২৯৭৯.৪৩	২৯৭৩.৫২	৫.৯১
২০০৮-০৯	৩,০৩৯.৭০	৩,০২৪.১২	১৫.৫৮
২০০৯-১০	২৯৪৩.৬২	৩০২৩.৭৬	-৮০.১৪
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৪	৩৫৪৩.৪৩	-১৯৯.৪৯
২০১১-১২	৩৭৮৯.৫১	৪৩৯৫.৪৬	-৬০৬.৯৫
২০১২-১৩*	২৩৩৫.৯৫	২৩৩৮.৮৯	-২.৯৪

উৎসঃ বিমান বাংলা-দশ এয়ারলাইন্স লিমি-টড *ডি-সম্বর ১২ পর্যন্ত

বর্তমান বিমান বহ-র -মাট -তরটি উ-ড়াজাহাজ র-য়-ছ, এর ম-ধ্য একটি বি৭৪৭-৪০০, দুইটি বি৭৭৭-৩০০ইআর, চারটি ডিসি ১০-১৩-৩০, তিনটি এয়ার বাস ৩১০-৩০০, দুইটি বি৭৩৭-৮০০ এবং একটি এফ২৮। বাংলাদেশ বিমান যাত্রী পরিবহণ সংকট উত্তরণ এবং বিমান বহর আধুনিকায়-নর ল-ক্ষ্য ৪টি ৭৭৭-৩০০ Extended Range (ER), ৪টি ৭৮৭-৮ এবং দুইটি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে বিমান ও উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উ-ল্লখ্য ৮টি বিমা-নর প্রথম চালান ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর ২০১৩ সাল নাগাদ সরবরাহ পাওয়া যাবে। -বায়িং কোম্পানী অবশিষ্ট ৪টি ৭৮৭-৮ উ-ড়াজাহাজ ২০১৯/২০২০ সালে এবং ২টি ৩৭৩-৮০০ উ-ড়াজাহাজ ২০১৫ সা-ল বিমা-নর নিকট হস্তান্তর কর-ব।

২০১১ সালে শাহজালাল অন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী- সুবিধা বৃদ্ধির ল-ক্ষ্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্য-য় ৩২টি বোর্ডিং ব্রিজসহ তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এ বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বৎস-র ৮ মিলিয়ন থে-ক ৩০ মিলিয়-ন উন্নীত হ-ব। পাশাপাশি ক-র্গা হ্যান্ডলিং ফ্যাসি-লটি বৃদ্ধির ল-ক্ষ্য প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা ব্য-য় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দ-র কা-র্গা ভি-লজ নির্মাণ '(দ্বিতীয় পর্যায়))' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়-নর পরিকল্পনা নেওয়া হ-য়-ছ। এ-ত কা-র্গা হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বৎস-র ২ লক্ষ মেট্রিক টন থে-ক ৫ লক্ষ মেট্রিক ট-ন উন্নীত হ-ব। এছাড়া ৫০ লক্ষ কোটি ব্য-য় শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দ-র পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি করা হ-য়-ছ এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দ-র উন্নীতকর-ণর ল-ক্ষ্য ই-তাম-ধ্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হ-য়-ছ, যা ২০১৪ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হ-ব ব-ল আশা করা যা-চ্ছ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলা-দশ টেলিকমিউনি-কশন্স কোম্পানি লিমি-টড (বিটিসিএল)

সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও তথ্যের দ্রুত আদান প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্ত-রই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলা-দশ টেলিকমিউনি-কশন্স কোম্পা**নি** লিমি-টড-এর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

২০১০-১১ অর্থবছ-র রাজস্ব আয় হ-য়-ছ ১৬৪০.৪৩কোটি টাকা এবং ব্যয় হ-য়-ছ ১৬৭৫.৮৫ কোটি টাকা, ২০১১-১২ অর্থবছ-র রাজস্ব আয় হ-য়-ছ ১৬৭৫.৮৫কোটি টাকা এবং ব্যয় হ-য়-ছ ২২০৩.৩৮কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিটিসিএল-এর ০২টি পকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ **ছিল** ৮৪.৮৬ কোটি টাকা । বাংলা-দশ টেলিকমিউনি-কশন্স কোম্পানি লিমি-টড (বিটিসিএল) সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে থাকে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিটিসিএল-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায়, রাজস্ব ব্যয় ও উদ্বৃত্তের বিবরণ নিম্নের সারণি ১১.১৭ তে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১১.১৭: বিটিসিএল-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, রাজস্ব আদায়,ব্যয় ও উদ্বৃত্তের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০০-০১	১৬০০.০০	১২৬৫.১১	৩৯০.৪৫	৮৭৪.৬৬
২০০১-০২	১৬০৩.০০	১৫৮৩.০৫	৪৬৩.৫৪	১১১৯.৫১
২০০২-০৩	১৬০২.১৫	১৫৪৪.৮০	৫৮৮.৪৩	৯৫৬.৩৬
২০০৩-০৪	১৭০২.০০	১৫৩১.১৫	৬০৯.০২	৯২২.১২
২০০৪-০৫	১৬৫০.০০	১৪২৪.৭৮	৮১৮.৯২	৬০৫.৮৬
২০০৫-০৬	১৭৭২.০০	১৩১৬.২৮	৮২৪.৫৬	৪৯১.৭২
২০০৬-০৭	১৯০৩.৪৭	১৬৬৬.৭১	৯২৮.৫১	৭৩৮.২০
২০০৭-০৮	১৯২৭.০০	১৫৬৫.৩৩	১৭৫৪.৯১	-১৮৯.৫৮
২০০৮-০৯	১৫০০.০০	১৭১৯.৬৮	১৬২১.৭৭	৯৭.৯১
২০০৯-১০	১৫৮৩.২৪	১২৪০.৫০	১৩৪২.৭৩	-১০২.২৩
২০১০-১১	১৫৬৬.৪৮	১৬৪০.৪৩	১৬৭৫.৮৫	-৩৫.৪২
২০১১-১২	১৭৬০.৬৬	১৬৭৫.৮৫	২২০৩.৩৮	-১৭.২১

উৎসঃ বিটিসিএল, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

২০১১-১২ অর্থ বছরের সমাপ্তিতে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি সারাদেশে ছিল ১৪.২৮ লাখ এবং গ্রাহক সংযোগ ছিল ৯.৩৫ লাখ। ৫৬ কেবিপিএস ডায়াল আপ ইন্টারনেট সার্ভিস সকল টেলিফোন গ্রাহকই ব্যবহার করতে পারেন। ১২৮ কেবিপিএস থেকে ২ এমপিবিএস গতির এডিএসএল ব্রডব্যান্ড ক্যাপাসিটি ছিল ৪৭ হাজার যার মধ্যে সংযোগ ছিল ১২ হাজার। সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যান্ডউইথ ছিল ৫.৬ গিগাবিট/সেকেন্ড ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যান্ডউইথ ছিল ৭২ গিগাবিট/সেকেন্ড। সারা দেশে বিস্তৃত বিটিসিএল এর প্রায় ৫,০০০কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার উচ্চগতির যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে।। ১০০০টি ইউনিয়নে অপটিকাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্বায়িত হচ্ছে।

বাংলা-দশ টেলি-যাগা-যাগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

সরকার ১৯৯৮ সা-ল টেলিকমিউনি-কশন পলিসি তৈরী ক-র। -স সময় থেকে পরবর্তী ১০ বৎস-র টেলি-ফা-নর সংখ্যা বৃদ্ধি পে-য় প্রতি ১০০ জনের জন্য ১০টি টেলি-ফান ধরা হ-য়ছিল। বাংলাদেশ টেলি-যাগা-যাগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠ-নর পর টেলিকম সেক্টরকে উদা**রী**কর**ণের** করার ফলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়। বিটিআরসি টেলিডেনসিটি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এখন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়ে ট্যারিফের হারও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বাস্ত-ব বাংলা-দ-শ টেলি-ফান ব্যবহারকারী বি-শষ ক-র মোবাইল গ্রাহ-কর সংখ্যা ধারণার চাই-ত অ-নক দ্রুত বৃদ্ধি পা-চ্ছ, জানুয়ারি ২০১৩-এ এ সংখ্যা ৯.৭৪ কোটি অতিক্রম ক-র-ছ। সারণি ১১.১৯ এ ২০০৭ থে-ক জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, ইন্টার-নট ইউজার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি দেখা-না হ'লঃ

সারণি ১১.১৮: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্বের বিবরণ

গ্রাহক শ্রেণী, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০
-মাট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪
ইন্টার-নট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	**৬৩.৯১**

সূত্রঃ বাংলা-দশ টেলি-যাগা-যাগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *জানুয়ারি '১৩ পর্যন্ত

বাংলা-দশ সাব-মরিন কেব্‌ল কোম্পানি লিঃ (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি কোম্পানি যেটি SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইড্থ সেবা প্রদান করছে এবং বাংলাদেশের সরকারের রাজস্ব আয়ে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) একটি উদীয়মান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এ সংস্থার ২০১০-১১ অর্থ বছরে আয় ছিল ৮৩.৭৯ কোটি টাকা যা ২০১১-১২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িঁয়েছে ১২৬.১৭ কোটি টাকায়|

সারণি ১১.১৯বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
রাজস্ব আদায়	৪৩.৫৯	৬০.৩৩	৮৩.৭৯	১২৬.১৭	১১২.৬২
রাজস্ব ব্যয়	৩২.০৪	২৫.৬৮	৫৩.২৭	৪২.৩০	২৩.১৬
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	১১.৫৫	৩৪.৬৬	৩০.৫১	৮৩.৮৭	৮৯.৪৬

উৎসঃ বিএসসিসিএল *মার্চ'২০১৩

ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার

বর্তমান সরকারের আমলে ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার ৭.৫ Gbps(Giga byte per second) হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ Gbps অতিক্রম করেছে। আন্র্জাতিক সার্কিট বৃদ্ধি, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারণের কারণে ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ সাল পর্যন্ ব্যান্ডউইড্থ এর Capacity ও এর ব্যবহার নিম্নে লেখচিত্রে দেওয়া হলো।

লেখচিত্রঃ ১১.১ঃ ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার

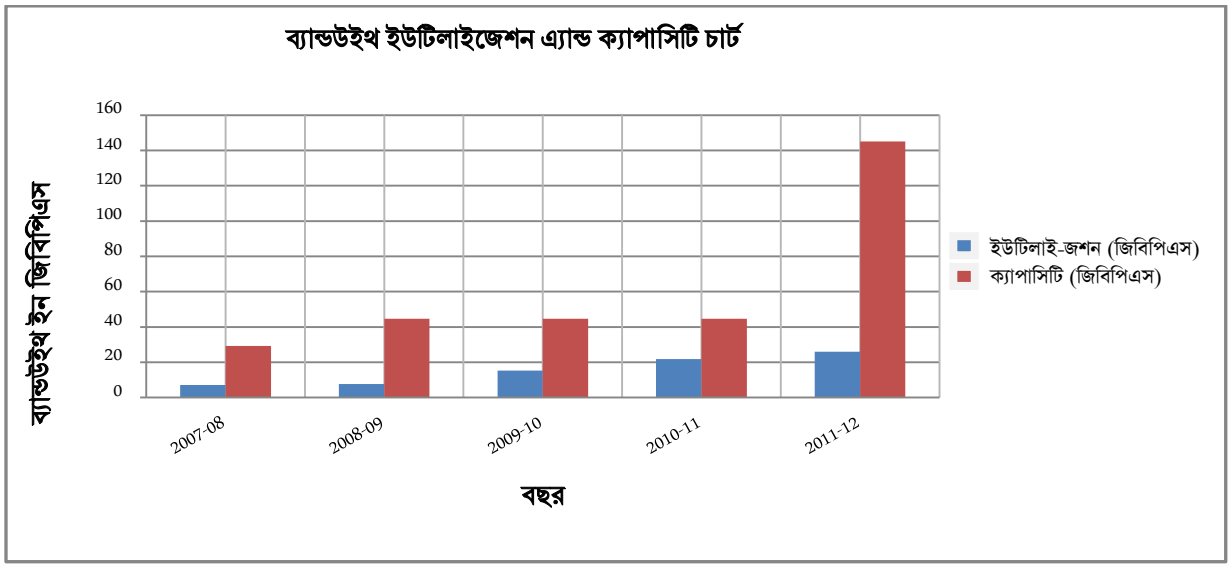

আপগ্রেড ৩ এ অংশগ্রহণ

ভবিষ্যতে দেশের ব্যান্ডউইড্থ চাহিদা সামনে রেখে বিএসসিসিএল সরকারের অনুমতিক্রমে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিরিক্ত 6 million MIU*Km ক্যাপাসিটি আনয়নের ব্যবস্থা করেছে। ইতোমধ্যে বিএসসিসিএল আপগ্রেড-৩ তে অংশগ্রহণ করার জন্য ৫০ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিল হতে SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম কে প্রদান করেছে। এর ফলে ব্যান্ডউইড্থের রিজার্ভ ৪৪.৬০ Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ Gbps এ উন্নীত হয়েছে।

দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল্

বিএসসিসিএল বাংলাদেশের একমাত্র কোম্পানি যা দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে্ সংযোগের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং SMW-5 সাবমেরিন কেবলে্ সংযুক্ত হলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য আদান-প্রদান সহজ হ-ব। বাংলাদেশ আগামী ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ দুটো সাবমেরিন কনসোর্টিয়াম কেবলে্র সাথে সংযুক্ত হলে একটি অপরটির বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত

বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (MDG) এর সাথে সংগতিপূর্ণ করে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ-ক্ষপ গ্রহণ কর-ছ। ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ প্রকাশ করা হয়েছে। দশটি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীতিমালায় আশু, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ৩০৬টি কর্ম পরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট করা হ-য়-ছ। এর ম-ধ্য বেশ কিছু আশু করণীয় কাজ সম্পন্ন করা হ-য়-ছ। এর ধারাবাহিকতায় মোবাইল ফো-নর মাধ্য-ম বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরি-শাধ, রে-লর টিকেট ক্রয় ও আসন সংক্রান্ত তথ্য, দুর্যোগের আগাম বার্তা এবং চিনি ক-লর পুর্জির খবর কৃষ-কর কা-ছ খুব দ্রুত -পৌঁছা-না যা-চ্ছ। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার ফলাফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করায় শিক্ষার্থী ও তাদের

অভিভাব-দর বিপুল শ্রম, সময় ও অ-র্থর অপচয় বন্ধ হ-য়-ছ। তথ্য কে-ন্দ্রর মাধ্য-ম সরকারি সেবা জনগ-ণর দোড়-গাড়ায় পৌঁ-ছ দেয়ার উ-দ্যাগ-ক আ-রাও সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন পদ-ক্ষপ গ্রহণ করা হ-চ্ছ।

সমাজের সকল স্ত-র ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প ও অর্থনীতির প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে সরকার আইসিটি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে সকল প্রকার সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পৃথক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)

দেশে ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বাস্বায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে আইসিটি আইন ২০০৯ এর ১৮ নং ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authority) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবে ঃ

- সরকারি দপ্তরসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ডিজিটাল এনক্রিপশন চালুর মাধ্যমে সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়-এর মাধ্যমে দেশে ই-কমার্স, ই-পমেন্ট, ই-লেনদেন এবং ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন সহজতর হবে। ই-কমার্স চালুর লক্ষ্যে নিরাপদ পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করা সম্ভব হবে।
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হলে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলা-দশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

বাংলা-দশ কম্পিউটার কাউন্সিল তথ্য প্রযুক্তি-ত দেশ-ক অগ্রগামী ক-র তুল-ত নানাবিধ উ-দ্যাগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ক-র আস-ছ এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার জন্য ডাটা সেন্টার স্থাপন;
- পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৮০ টি স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা;
- জেলা ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন;
- ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন;
- কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ
- জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন;
- দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা গ্রহণ;
- আইসিটি আইন ২০০৬ অনুযায়ী সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;

- আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদানের জন্য কাওরানবাজারস্থ বিডিবিএল ভবনে স্থাপিত আইসিটি ইনকিউবেটরে বর্তমানে ৪৮টি কোম্পানির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিসি-তে হোস্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় স্থাপন;
- মহাখালিসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- মোবাইল ফোনের জন্য বাংলা কী-প্যাড বাংলাদেশ মান BDS 1834:2011প্রণয়ন;

বিসিসি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্ণমেন্ট প্রকল্প

দেশে ই-গভর্নমেন্ট এর সুষ্ঠু এবং সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা, ঢাকাস্থ ১১৪টি দপ্তর এবং ৬৪টি উপজেলাকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে কোরিয়া সরকারের সহযোগিতায় ৩০.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৮১.৪৮ কোটি টাকা) যার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য ২১৪.৪০ কোটি টাকা সফট লোনের মাধ্যমে BanglaGovNet শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ব্যবহার করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রধান প্রধান দপ্তর/সংস্থা, ৬৪ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ন্যূনতম ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল শীর্ষক প্রকল্প

বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।বর্তমানে উক্ত ল্যাবসমূহে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা /কর্মচারি ও শিক্ষক এবং ইউনিয়ন তথ্য ওসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের এসব ল্যাব-এ ১ জন করে সহকারি প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।প্রকল্পের আওতায় ১২৬০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং ৩৮০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কম্পিউটার ল্যাব

বাংলা-দশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নাধীন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১২ সালে ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবসমূহ শিক্ষার্থীদের আইসিটি শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করেছে।

বিসিসি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি

বিসিসি'র উদ্যোগে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপক ব্যবহার চলছে। ব্যাপকভিত্তিক এ সকল আইসিটি স্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত জনবল ও অপারেটর প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব কম্পিউটার স্থাপন, ইউনিয়ন ও উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালুকরণ ও সরকারি অফিসে ডিজিটাল ফাইলিং পদ্ধতি ও উচ্চ গতির ইন্টারনেট চালুকরণ, দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুসহ আইসিটি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে।

হাই-টেক পার্ক

বিশ্বমানের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গাজিপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩১.৬৮ একর জমিতে হাইটেক পা-র্কর অবকাঠা-মা নির্মাণ চলমান র-য়-ছ। হাই-টক পা-র্কর সহায়ক অবকাঠা-মা সৃষ্টির ল-ক্ষ্য ২৬.৬৮ কোটি টাকা ব্য-য় Basic Infrastructure for Hi-Tech Park at Kaliakoir, Gazipur (Ist phase) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় । হাই-টক পার্ক উন্নয়র্নে বিনি-য়াগকারী-দর আকৃষ্ট করার ল-ক্ষ্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক এর সহায়তায় "সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অফ হাই-টেক পার্ক" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ

দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকার মহাখালি, খুলনা, রাজশাহী এবং যশোরে একটি করে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলা-দশ ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। ডাক দ্রব্যাদি গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি ডাক বিভাগের মূল কাজ। এই প্রতিষ্ঠানটি সারা-দ-শ ৯,৮৮৬টি ডাকঘ-রর মাধ্য-ম ডাক সেবা প্রদান ক-র যা-চ্ছ। ডাক বিভা-গর মূল লক্ষ্য হ-চ্ছ জনগ-ণর কা-ছ ন্যূনতম ব্য-য় নিয়মিত ও দ্রুততার সং-গ ডাক সেবা প্রদান করা। ডাক বিভা-গর নিজস্ব সেবাসমূহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভা-ব বিস্তৃত। এর পাশাপাশি ডাক বিভাগ জনগণের জন্য আরো অনেকগুলো সেবা প্রদান করে। যেমন পার্শেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), রেজি-স্ট্রশন, বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), ভিপিপি, মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, ইএমএস সার্ভিস, ই-ন্টল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস), রেজিঃ নিউজ পেপার ও ই-পোস্ট ইত্যাদি।

ডাক বিভাগ নিজস্ব সার্ভি-সর পাশাপাশি এ-জন্সি সার্ভিসও প্রদান ক-র থা-ক। এ-জন্সি সার্ভিসসমূহ সম্পন্ন করার বিনিম-য় ডাক বিভাগ একটি নির্দিষ্ট হা-র কমিশন পায় । ডাক বিভা-গর এ-জন্সি সেবাগুলো হলোঃ ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব), ডাক জীবন বীমা, সঞ্চয়পত্র (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), বেতার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, যানবাহন কর আদায় এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিড়ির ব্যান্ডরোল বিক্রয়, অনুমতি আয়কর আদায়, টেলি-ফান বিল বিতরণ ও আদায়, সরকা-রর অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ।

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক ঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমার অঙ্ক ছিল প্রায় ৩৮১৮ কোটি টাকা এবং উত্তোলনের অঙ্ক ছিল প্রায় ৩৪২৯ -কাটি টাকা । ২০১১-১২ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমার অঙ্ক প্রায় ৪৯১২ কোটি টাকা এবং উত্তোলনের অঙ্ক ছিল প্রায় ৫৬৮৯ -কাটি টাকা । ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ১৩ পর্যন্ত জমার অঙ্ক প্রায় ৩০৪১.৫ কোটি টাকা এবং উঠানোর অঙ্ক প্রায় ৩৫৩২.৮ কোটি টাকা।

সঞ্চয় পত্র ঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের অঙ্ক ছিল প্রায় ২৮৪৫ কোটি টাকা এবং নগদায়নের অঙ্ক ছিল প্রায় ১৯১৩ কোটি টাকা । ২০১১-১২ অর্থ বছরে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের অঙ্ক ছিল প্রায় ৪৯৭৮ কোটি টাকা এবং নগদায়নের অঙ্ক ছিল প্রায় ৩২০১ কোটি টাকা । ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ১৩ পর্যন্ত জমার অঙ্ক প্রায় ৪০৫৪.১ কোটি টাকা এবং নগদায়নের অঙ্ক প্রায় ২৬৭৬.৭ কোটি টাকা ।

ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিসঃ ডাক বিভাগের দ্রুততম মানি অর্ডার সার্ভিস ১লা মে ২০১০ হতে এ সার্ভিস সংযোজন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৭৯৯৩৭৪ টি মোবাইল মানি অর্ডার ইস্যু হয়। মানি অর্ডারের টাকার অঙ্ক প্রায় ৭১২ কোটি টাকা এবং ডাক বিভাগের আয় ছিল ৯.২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরের ইলেকট্রনিক মানি অর্ডারের সংখ্যা ৪৮.৮০ লক্ষ, প্রেরিত টাকার পরিমান ২২৬৪.৬৫ কোটি। ডাক বিভাগের আয় ২৮.২৩ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী,২০১৩ পর্যন্ত এ খাতে আয়

করেছে ১৯.৬৮ কোটি টাকা। এ খাতে আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।উক্ত ইলেকট্রনিক সেবা চালু করার ফলে ডাক বিভাগের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ডিজিটাল সেবার সুফল ভোগ করছে।